যুগান্তর

তারিখ 20 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মো. সিদ্দিকুর রহমান

পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা বন্ধের সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়ন হোক

শ্রেণীতে ৬টি বই। এরপর ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১৪টা বই, এরপর বিষয়ভিত্তিক এক বা একাধিক নোট-গাইড তো আছেই।

প্রাক-প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠদান গুরুত্বহীন : সমাপনী পরীক্ষার ব্যস্ততা ও অন্যান্য কাজে শিক্ষকরা নিচের ক্লাসের শিক্ষার্থীর ওপর তেমন যত্ন নেন না। গোড়ায় পানি না দিয়ে আগায় পানি দেয়ার মতো। যার ফলে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর পাঠদান তেমন ফলপ্রসূ হয় না।

সমাপনী কাজে শিক্ষকদের ব্যস্ত রাখা : সমাপনীর সমুদয় কাজ শিক্ষকদের করতে হয়। সারা বছর বিশেষ করে আগস্ট থেকে বহু স্কুলে স্বাভাবিক পাঠদান হয় না।

এ ছাড়াও সমাপনী পরীক্ষায় চারুকারু, শারীরিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কোনো পরীক্ষা হয় না, ফলে নিচের ক্লাস থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ বিষয়গুলোর পাঠদান অনেকটা বিলুপ্তির পথে।

সমাপনী পরীক্ষা এ বছর থেকে বাতিল করে শিশুর সার্বিক বিকাশে কতিপয় সুপারিশ করছি :

বর্তমান পরীক্ষাপদ্ধতিতে সার্বিক জ্ঞানার্জন যাচাইয়ের সুযোগ থাকে না। বরং এটা অনেকটা বাণিজ্যিকভিত্তিক। সমাপনীতে কর্তৃপক্ষ প্রথম-পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষার সময় প্রত্যেক থানা/উপজেলা বছরে লাখ লাখ টাকা আয় করে। পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর ওপর ভীতি বা চাপ প্রয়োগ না করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশ্ন-পুস্তিকা সরবরাহ করে অধ্যায় বা গল্পভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক। দুর্বল বা অনুপস্থিত শিক্ষার্থীকে বিশেষ পাঠের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। দিনে, সপ্তাহে এমনকি মাসে শিশুর অর্জিত জ্ঞান যাচাই করতে হবে। শিশুর আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, চারুকারু, শারীরিক শিক্ষায় সবার অংশগ্রহণসহ মিলাদ মাহফিল, জাতীয় দিবসগুলো সফলভাবে পালন করতে হবে। শিক্ষার্থীর নিয়মিত উপস্থিতি, বাথরুম ব্যবহার, নখ পরিষ্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সহপাঠীদের সঙ্গে তাদের আচার-আচরণ মূল্যায়নের আওতায় থাকবে। এক কথায় সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীকে এসব কর্মকাণ্ডের পরীক্ষা কঠোরভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষকরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জনে শিক্ষকদের পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। যাতে পরীক্ষায় জ্ঞান অর্জনের যাচাই পুরোপুরি হতে পারে।

স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশ্ন-পুস্তিকা, শিশুকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সার্বিক মূল্যায়ন, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, সুযোগ-সুবিধা ও সবশেষে শিক্ষকসহ সর্বমহলের জবাবদিহিতার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক জ্ঞান অর্জন করানো সম্ভব। এ বছর থেকেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর উদ্যোগে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার সমাপ্তি হোক এ প্রত্যাশায়।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com